- বর্ষ ২০২৩
- সংখ্যা ০৪
- অক্টোবর- ডিসেম্বর

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ২২ বছর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

ঘাসফুলের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তারাঃ

তরুণ ও প্রান্তিকজনদের সেবার মান বাড়াতে গুরুত্বারোপ

ঘাসফুলের কাজে বহুমাত্রিকতা ও বিশালতা রয়েছে, আছে শৃঙ্খলাবোধ ও নিষ্ঠার চর্চা। অর্থনীতির মূলখাত (Real Sector) নিয়েই কাজ করছে ঘাসফুল। তারা কর্মসূচির আনুভূমিক (Horizontal) এবং উল্লম্বভাবে (Vertical) বর্ধিতকরণের চেয়ে কর্মকান্ডের সংহতকরণ ও গভীরতার উপর জোর দেন। তাঁরা জনমিতিক সুফল কাজে লাগিয়ে তরুণদের জন্য উদ্দীপনামূলক ও আকাঙ্খা সৃষ্টিমূলক কর্মসূচি নেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সংস্থার কর্ম-এলাকার পরিসর বাড়ানোর পাশাপাশি তরুণ ও প্রান্তিকজনদের সেবার মান বাড়াতে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সভায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন, অডিটর নিয়োগসহ বিভিন্ন বিষয়ে অনুমোদন দেয়া হয়।

ঘাসফুলের কাজে বহুমাত্রিকতা ও বিশালতা রয়েছে, আছে শৃঙ্খলাবোধ ও নিষ্ঠার চর্চা। অর্থনীতির মূলখাত (Real Sector) নিয়েই কাজ করছে ঘাসফুল। তারা কর্মসূচির আনুভূমিক (Horizontal) এবং উল্লম্বভাবে (Vertical) বর্ধিতকরণের চেয়ে কর্মকান্ডের সংহতকরণ ও গভীরতার উপর জোর দেন। তাঁরা জনমিতিক সুফল কাজে লাগিয়ে তরুণদের জন্য উদ্দীপনামূলক ও আকাঙ্খা সৃষ্টিমূলক কর্মসূচি নেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

গত ২৩ ডিসেম্বর উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর চান্দগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয়ে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তারা একথা বলেন। ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও চবি. সিনেট সদস্য ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সংস্থার সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ, নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও ঘাসফুল এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সংযুক্ত ছিলেন। শুরুতে সভাপতি মহান বিজয়ের মাসে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী বীর শহীদদের এবং ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা মরহুমা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, প্রধান পৃষ্ঠপোষক মরহুম এম. এল রহমানসহ সংস্থার দীর্ঘযাত্রায় ঘাসফুল-সহযাত্রী যে সকল সহকর্মী মৃত্যুবরণ করছেন তাদেরকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন। সভায় ৪১তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ও অগ্রগতি উপস্থাপন করেন সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মাফরুহা সুলতানা (অবঃ সচিব) চলতি অর্থবছরের সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সংবলিত পূর্ণাঙ্গ বিবরণী উপস্থাপন করেন। বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২২-২০২৩) উপস্থাপন করেন সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান। সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন করেন উপপরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী।

◢ বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

সেরা বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য ঘাসফুলের আইসিএবি ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড অর্জন

দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) ২০২২ সালের সেরা বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরীর জন্য ১৫টি ক্যাটাগরিতে ৩০টি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল ২০২২ সালে সেরা বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরির জন্য দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) এর এনজিও ক্যাটাগরিতে যুগ্মভাবে ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে।

গত ৩০ অক্টোবর রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওতে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম। পুরস্কার গ্রহণ করেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান। অনুষ্ঠানে সংস্থার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী ও উপপরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতি শিব নারায়ন কৈরী।

রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও স্বাস্থ্যক্যাম্প অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রামে পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল ও হাটহাজারীতে অবস্থিত ৭৫টি বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্রের শিক্ষার্থী এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের ৪০টি শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস ২০২৩ উপলক্ষে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত তিনটি প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী তিনজন শিক্ষার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও হাটহাজারী মেখল ইউনিয়নে শেখ রাসেল দিবস ২০২৩ উপলক্ষে ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র উদ্যোগে হেলথক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। হেলথক্যাম্পে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা মোট ১৫২জন স্থানীয় রোগীর চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। হেলথক্যাম্পটি পরিচালনা করেন ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসুচি'র সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ ও এরিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ নাজিম।

ঘাসফুলের ২৩তম আইসিএবি ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড অর্জনে আইপিডিসি'র অভিনন্দন

Dear Jafree Bhai,

Congratulations!

Accept our heartiest congratulations for being exceptionally recognized at the 23rd ICAB National Award. We are humbled and confident that you will continue to set exceptional and remarkable standards going ahead.

Rizwan Dawood Shams
Additional Managing Director

IPDC FINANCE

ঘাসফুল ২০২২ সালে সেরা বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরীর জন্য যুগ্মভাবে ২৩তম আইসিএবি ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড অর্জনে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইপিডিসি। আইপিডিসি'র অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব রিজওয়ান দাউদ শামস প্রেরিত এক বার্তায় ঘাসফুলের সিইও আফতাবুর রহমান জাফরীকে অভিনন্দন জানান। তিনি সংস্থার উত্তোরোত্তর সাফল্য কামনা করেন। ঘাসফুল পরিবার আইপিডিসি'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তরুণ ও প্রান্তিকজনদের সেবার মান বাড়াতে গুরুত্বারোপ...

১ম পৃষ্ঠার পর

সভায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন, অডিটর নিয়োগসহ বিভিন্ন বিষয়ে অনুমোদন দেয়া হয়। বক্তারা বলেন, কর্ম-এলাকার পরিসর বাড়ানোর পাশাপাশি তরুণ ও প্রান্তিকজনদের সেবার মান বাড়াতে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আলোচনাপর্বে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতি শিব নারায়ন কৈরী, সাধারণ পরিষদ সদস্য সাবেক মুখ্যসচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল করিম, প্রফেসর ইমিরেটাস ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড.এম.এ. সাত্তার মন্ডল, ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের কোষাধ্যক্ষ কে.এ.এম. মাজেদুর রহমান, নির্বাহি সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম, সাধারণ পরিষদ সদস্য জেরিন মাহমুদ হোসেন সিপিএ, এফসিএ। অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শাহানা বেগম, সাধারণ পরিষদ সদস্য খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. গোলাম রহমান, সমিহা সলিম, কবিতা বড়ুয়া, ইয়াসমিন আহমেদ, জাহানারা বেগম, ঝুমা রহমান, মোঃ ওহিদুজ্জামান ও ডাঃ সেলিমা হক প্রমুখ।

রাজশাহীর আদিবাসী গ্রাম পরিদর্শনে ঘাসফুলের সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী

উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঘাসফুল এর সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী গত ২৫ নভেম্বর রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ীতে ঋষীকূল আমতলী পাড়ার আদিবাসী গ্রাম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি আদিবাসী শিশুদের নিয়ে উন্নয়ন সংস্থা ডাসকো'র কো-অর্ডিনেটর মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খানের জন্মদিন উপলক্ষে কেক কেটে শুভ জন্মদিন উদযাপন করেন। ডাসকো আয়োজিত আদিবাসী গ্রামের শিশু ও অভিভাবকদের মাঝে দুপুরের খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে জনাব জাফরী গ্রামবাসীদের জীবন-জীবিকা ও শিশু-কিশোরদের পড়াশোনা, মানসিক বিকাশ ইত্যাদি বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম'র সহকারী পরিচালক কে.এম.জি রব্বানী বসুনিয়া। অনুষ্ঠানে আদিবাসী শিশুরা গান ও নৃত্য পরিবেশন করে। আদিবাসী শিশুদের মাঝে কমলা ও চকলেট বিতরণ করা হয়।

ঘাসফুল নির্বাহী কমিটি'র ১১৮তম সভা

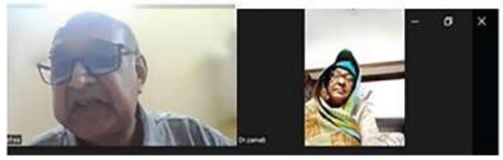

গত ০৭ ডিসেম্বর ২০২৩ ঘাসফুল নির্বাহী কমিটি'র সভাপতি, চবি সিনেট সদস্য ও সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র সভাপতিত্বে কমিটি'র ১১৮তম (৩য়/২০২৩-২৪ অর্থবছর) সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে জুম অ্যাপসের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে ঘাসফুল এর প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, প্রধান পৃষ্টপোষক মরহুম এম.এল. রহমানসহ গত পঞ্চাশ বছরের ঘাসফুল-সহযাত্রীর মধ্যে যে সকল সহকর্মী মৃত্যুবরণ করছেন তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। উক্ত সভায় অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী কমিটি'র সহ-সভাপতি শিব নারায়ণ কৈরী, সাধারণ সম্পাদক মাফরুহা সুলতানা, যুগ্ম-সাঃ সম্পাদক শাহানা বেগম, নির্বাহী সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম ও পারভীন মাহমুদ এফসিএ। সভায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বহিঃ নিরীক্ষক ও আয়কর উপদেষ্টা নিয়োগ, আর্থিক লেনদেনের ক্ষমতা অর্পণ, ২০২২-২৩অর্থ বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুমোদন, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ অনুমোদন, ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ নির্ধারণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। এসময় আরো সংযুক্ত ছিলেন ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, উপপরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান, কে.এম.জি. রাব্বানী বসুনিয়া, অডিট ও মনিটরিং বিভাগের ব্যবস্থাপক ওয়াহিদ জাবের চৌধুরী।

ঘাসফুল ফিন্যান্স ও অডিট কমিটির ২০তম সভা

ঘাসফুল ফিন্যান্স ও অডিট কমিটির ২০তম সভা (২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১মসভা) গত ০৫ ডিসেম্বর 'জুম' অ্যাপসের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুল ফিন্যান্স ও অডিট কমিটির আহবায়ক ও ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি শিব নারায়ন কৈরী। কমিটির সদস্যদের মধ্যে সংযুক্ত ছিলেন যুগ্ম-আহবায়ক ও ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির কোষাধ্যক্ষ কে.এ.এম. মাজেদুর রহমান, নির্বাহী সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, সাধারণ পরিষদ সদস্য কবিতা বড়ুয়া, সমিহা সলিম এবং কমিটির সেক্রেটারী ও উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব) মারুফুল করিম চৌধুরী। এছাড়াও ঘাসফুলের নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারি পরিচালক সাদিয়া রহমান, অডিট ও মনিটরিং বিভাগের ব্যবস্থাপক ওয়াহিদ জাবের চৌধুরী সংযুক্ত ছিলেন।

সভায় সংস্থার আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কার্যক্রমকে আরো বেশী শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে বেশ কিছু জরুরী নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংস্থার বাজেট, বহিঃ নিরীক্ষক ও আয়কর উপদেষ্টা নিয়োগ, সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনায় দায়-দায়িত্ব অর্পণ, আর্থিক লেনদেনের ক্ষমতা অর্পণ, আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার রিপোর্ট অনুমোদনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত ফান্ড মবিলাইজাইশেন ডিসকাশেন মিটিং-এ ঘাসফুলের অংশগ্রহণ

গত ১৮ নভেম্বর ব্র্যাক আয়োজিত কক্সবাজার হোটেল ওসান প্যারাডাইস এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত Fund Resources Mobilization Discussions Meeting with All respective Leading NGOs on the issue of Rohaygia community বিষয়ক সভায় ঘাসফুল অংশগ্রহণ করে। এসময় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী।

ঘাসফুলের কন্যা শিশু দিবস উদযাপন

'বিনিয়োগে অগ্রাধিকার, কন্যাশিশুর অধিকার' প্রতিপাদ্যে 'আমার কথা শোনো-ছোটরা বলবে, বড়রা শুনবেন' শীর্ষক আলোচনা

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৩ উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ৫ অক্টোবর'২৩ জেলা প্রশাসন চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমী চট্টগ্রাম এর আয়োজনে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের সহযোগিতায় জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে একই দিন চট্টগ্রাম সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে বিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামে 'বিনিয়োগে অগ্রাধিকার, কন্যা শিশুর অধিকার'-প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর 'আমার কথা শোনো-ছোটরা বলবে, বড়রা শুনবেন' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে কন্যা শিশুদের বর্ণাঢ্য র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন অতিথিরা।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে নাসিরাবাদ সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও.এফ.এম. ইউনুছ এর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোঃ সাদি উর রহিম জাদিদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম এর উপ-পরিচালক মাধবী বড়ুয়া, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, চট্টগ্রাম-এর জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ মোছলেহ উদ্দিন, ইলমা'র প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু এবং ঘাসফুলের সহাকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান। উপস্থিত ছিলেন অপরাজেয় বাংলাদেশ চট্টগ্রামের ইনচার্জ জিনাত আরা বেগম ও ঘাসফুলের প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অতিথিরা শিশুদের সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন এবং তাদের অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ক সকল দাবি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের কাছে শিশুদের পক্ষ থেকে পৌঁছাবেন বলে জানান। প্রধান অতিথি বলেন, শিশুদের সুরক্ষার জন্য আমাদের সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে। তিনি সকল কাজে নারী ও শিশুদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন করা সম্ভব বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

"শিশুর জন্য বিনিয়োগ করি, ভবিষ্যতের বিশ্বগড়ি"

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৩ উপলক্ষে বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে "ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম চট্টগ্রাম প্রেক্ষিত" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভা

জাতীয় বাজেটে শিশুর জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে, শিশুবান্ধব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার এবং শিশুশ্রম নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। চট্টগ্রামে কোভিড পরবর্তী সময়ে ব্যাপকভাবে বাড়ছে শিশুশ্রম, এখনই প্রয়োজন শিশুশ্রম বন্ধ করা, অন্যথায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হুমকির মুখে পড়বে। শিশুশ্রম মুক্ত চট্টগ্রাম নগরী গঠনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। লাইসেন্স বিহীন কোন চালক যেন পরিবহন ব্যবহার করতে না পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

গত ৭ অক্টোবর বাংলাদেশ শিশু একাডেমি চট্টগ্রাম মিলনায়তনে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৩ উপলক্ষে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ও জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের ৬ষ্ঠ দিনের কর্মসূচি'র অংশ হিসেবে "ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম চট্টগ্রাম প্রেক্ষিত" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, চট্টগ্রাম এর জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ মোছলেহ উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল চেয়ারম্যান ও চবি. সিনেট সদস্য ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তর, কক্সবাজার এর সহকারী পরিচালক মোঃ সফিউদ্দিন মিতুল, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, চট্টগ্রাম এর ডেপুটি রেজিষ্টার মোহাম্মদ দুলাল মিঞা, কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-চট্টগ্রাম'র পরিদর্শক বিশ্বজীত শর্মা ও ব্রাইট বাংলাদেশ ফোরামের নির্বাহী পরিচালক উৎপল বড়ুয়া। উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলা অটো রিক্সা শ্রমিক লীগের সভাপতি উজ্জল বিশ্বাস, চট্টগ্রাম জেলা অটোমালিক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ সরকার, হালকা যান পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন-চট্টগ্রাম এর সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ খাঁন, সমাজসেবার প্রতিনিধি মোঃ আজিমউল্লাহ ভূঁইয়া, শিশু সংগঠক চন্দন বড়ুয়া, পিযুষ দাস গুপ্ত, কারিতাস প্রতিনিধি সুমা, অপারাজেয় বাংলাদেশের জিনাত আরা বেগম, ব্র্যাকের তনুজ হালদার, মুক্তি পাঠশালার প্রধান মুক্তা শেখ মুক্তি, টিআইবির ইয়েস সদস্য ইসহাক, ওয়ার্ল্ড ভিশন-বাংলাদেশ'র শারমিন আকতার, অভিভাবক রেশমী আকতার ও শিশু প্রতিনিধি এবং অগ্নিবীনা শিশু ফোরামের সভাপতি তাসলিমা আকতারসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি, শিশু প্রতিনিধি ও অভিভাবকগণ।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০২৩

অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই করি, দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি

'অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই করি, দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি'- এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ১৩ অক্টোবর আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও অগ্নিনির্বাপণ মহড়া হয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে জনগণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হয়।

জেমস ক্যামেরনের টাইটানিক সিনেমার ঘটনা সকলেরই জানা। জাহাজডুবি যদি দুর্যোগ হিসেবে ধরা হয়, আমরা সেখানে দেখতে পেয়েছি প্রথমশ্রেণির যাত্রীরা জীবনরক্ষা সামগ্রী প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাচ্ছিল। কী অদ্ভুত মানুষের মানসিকতা। যারা লাইফবোট সরবরাহ করছিলো তারাও হয়তো কিছুক্ষণ পর মারা যাবে কিন্তু সে অন্তিম মুহূর্তেও দেখা যায় তারা অর্থ ও ক্ষমতার বিবেচনায় মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করছে, যদিও মারা যাওয়ার পর এই ক্ষমতা অর্থ কোন কাজেই আসবে না। তৃতীয় বিশ্বে মানুষের এই প্রবণতা আরো প্রবল। যখন দুর্যোগ হয়, তখন সুবিধা প্রাপ্তদেরই সুবিধা দেওয়া হয়। বঞ্চিতদের সুবিধা দেওয়া হয় না। মূলতঃ এটি মাথায় রেখেই এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে। সারা বিশ্ব এ প্রতিপাদ্য নিয়ে কাজ করছে। বাংলাদেশে বিশেষ করে, স্থায়ী আদেশাবলিতে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শ্রেণি, পেশা, লিঙ্গ, সংস্কৃতিভেদে সবাইকে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শুরুর দিকে যেসব অবকাঠামো তৈরি করা হতো তাতে র‍্যাম্প ছিল না। এখনকার আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে প্রতিবন্ধী মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে র‍্যাম্প করা হচ্ছে, দুগ্ধবতী মায়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে, উন্নত টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ সবার জন্য সমান সুবিধা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিছু কিছু জায়গা রয়েছে, যেখানে যাওয়া কষ্টকর। এসব জায়গায় পৌঁছাতে অত্যাধুনিক ড্রোন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করার প্রস্তুতি রয়েছে।

এবারের প্রতিপাদ্যে যে বিষয়টি বেশী জোর দেয়া হয়েছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। দেশে সাধারণত দরিদ্র শ্রেণিই দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় লিঙ্গসহ নানা ধরনের বৈষম্য দেখা দেয়। এই বৈষম্য দূরীকরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কাজ করছে। তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পুরোপুরি সফল হতে প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। বন্যা-ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় আমরা একটি ভালো অবস্থানে থাকলেও পাহাড়ি এলাকায় অতিবৃষ্টির কারণে ভূমিধ্বসের বিষয়ে এখনও পিছিয়ে আছি। যেহেতু আমাদের পাহাড়গুলো নরম শিলার, তাই বৃষ্টি হলে পাহাড়ধ্বস হয়। সেই পাহাড়ের পাদদেশে দরিদ্র লোকজন বাস করে। তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। শিল্প কারখানায় অগ্নিকান্ডে দেখা যায় বেশীর ভাগ শ্রমিক শ্রেণির লোকজন হতাহত হয়।

বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ মোকাবেলা কার্যক্রমের চেয়ে দুর্যোগ প্রশমন কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চলমান রয়েছে। দুর্যোগে ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি থাকলে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি বেড়ে যায়। আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে বেড়ে উঠেছি। দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতি যে অত্যন্ত জরুরী তা বিশ্ববাসী এখন অনুধাবন করতে পেরেছে, অথচ আমরা এ বিষয়টি বুঝতে পেরেছি বহু পূর্বে। দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ রোল মডেল এমনি এমনিতে হয়ে উঠেনি। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, ত্যাগ ও সাহস আমাদের দেশকে বিশ্বব্যাপী রোল মডেলে পরিণত করেছে।

আমরা জানি ১৯৭০ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় হলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ রেখে দুর্গত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) গঠন করেন বঙ্গবন্ধু। দুর্যোগ এমন একটি অবস্থা, যা আমরা প্রতিরোধ করতে পারব না, কিন্তু প্রশমন করতে পারব। বঙ্গবন্ধু দুর্যোগ প্রশমনে প্রাতিষ্ঠানিক একটি বডি তৈরি করেছিলেন, তা বিশ্বে কমই আছে। বিভিন্ন তথ্যসূত্রে জানা যায়, মাঠ পর্যায়ে দেশের প্রায় ৫০ লাখ স্বেচ্ছাসেবী কাজ করছে। সবার দায়িত্ব সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেওয়া আছে। ২০৩০ সাল পর্যন্ত সেন্দাই ফ্রেমের যে কার্যক্রম রয়েছে, তার আলোকে দুর্যোগপ্রস্তুতি চলছে। সে অনুযায়ী ঝুঁকি কমানোসহ অন্যান্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

জানা যায়, বর্তমানে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ মোকাবেলায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচিতে (সিপিপি) ৭৬ হাজার ১৪০ জন প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক রয়েছেন। তাঁদের অর্ধেকই নারী। এটি অবশ্যই স্বস্তিদায়ক একটি সংবাদ, কারণ নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ফলে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এ কারণে জেন্ডার রেসপন্সিভ ক্যাটাগরিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্মানসূচক 'জাতিসংঘ জনসেবা পদক ২০২১' অর্জন করেছে বাংলাদেশ। দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সফলতা দৃশ্যমান। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১০ লাখ লোক প্রাণ হারিয়েছিল। সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড় 'মোকা'য় প্রত্যক্ষ প্রাণহানি শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীভাঙন এবং ভূমিধ্বস মোকাবিলায় যেমন সফলতা অর্জন করেছে, বজ্রপাত এবং ভূমিকম্প মোকাবিলায় ততটা সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

দেশে শিল্পায়ন বৃদ্ধির ফলে মানবসৃষ্ট দুর্যোগের মধ্যে অগ্নিকান্ড ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। শিল্পাঞ্চলের অগ্নিকান্ডে যে পরিমাণ প্রযুক্তিগত উন্নত যন্ত্রপাতি প্রয়োজন, প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, দক্ষ জনবল প্রয়োজন-সেক্ষেত্রেও আমরা পিছিয়ে আছি, যা সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং আমাদেরকে দুর্যোগ প্রশমন কার্যক্রমে সাম্যতা, সমতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত উন্নয়নেও মনোনিবেশ করতে হবে। মানবসৃষ্ট দুর্যোগগুলো যাতে সংগঠিত না হয় সেজন্য সচেতনতা, সতর্কতাসহ মোকাবেলার প্রয়োজনীয় সকল আয়োজনের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে।দৈনিক সমকাল আয়োজিত এক আলোচনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিচালক (গবেষণা ও প্রশিক্ষণ) নাহিদ সুলতানা মল্লিক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় বলেন, অসমতা এবং দুর্যোগের নাজুকতা একই মুদ্রার দুটি দিক। দুর্যোগ ঘটার ফলে অসমতা, অসহনশীলতা আরও বেড়ে যায় এবং অসমতা দারিদ্র্য বাড়ার অন্যতম প্রভাবক। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধ্বস, টর্নেডো, খরা, লবণাক্ততা, জলবায়ু পরিবর্তনগত কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা ইত্যাদি মোকাবিলা করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথা বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টায় বর্তমানে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবক ৭৬,১৪০ জন এবং সমতাকে প্রাধান্য দিয়ে যার মধ্যে ৫০ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব করছেন। বাংলাদেশ সরকার সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্কসহ ডিজাস্টার-সংক্রান্ত গ্লোবাল প্রোটোকল বাস্তবায়নে সচেষ্ট। বাংলাদেশ বর্তমানে আগের ত্রাণ নির্ভর রিঅ্যাক্টিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি প্রোঅ্যাকটিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ দুর্যোগ সহনশীলতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করছে, যা এবারের আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসের প্রধান লক্ষ্যকে সমর্থন করে।

ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন ও খাদ্যের সুষম বন্টন

১৬ অক্টোবর পালিত হলো বিশ্ব খাদ্য দিবস। কৃষি মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার উদ্যোগে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচিতে পালিত হয় দিবসটি। এবারের প্রতিপাদ্য ছিলো 'পানি জীবন, পানিই খাদ্য। কেউ থাকবে না পিছিয়ে।'

১৯৭৯ সালে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ২০তম সাধারণ সভায় হাঙ্গেরির তৎকালীন খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী ড. প্যাল রোমানি এফএও'র জন্মদিনটি বিশ্বব্যাপী উদযাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮১ সাল থেকে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিষ্ঠার দিনটি (১৬ অক্টোবর, ১৯৪৫) দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিবৃত্তির লক্ষ্যে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশ্বের ১৫০টিরও বেশি দেশে গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে।১৯৮১ সালেই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিটি দেশের সরকার ও জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করার সংগ্রামে জড়িত করার প্রতিপাদ্য নিয়ে 'বিশ্ব খাদ্য দিবস' উদযাপন শুরু হয়। বিশ্ব খাদ্য দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো-ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সচেতন-তা গড়ে তোলা, কৃষির উন্নতিতে মনোযোগ দেয়া, কৃষিভিত্তিক উৎপাদনে উৎসাহ দান করা, অর্থনৈ-তিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান। গ্রামীণ জনগণ, মূলতঃ নারী ও পিছিয়ে পড়া মানুষের অবদানে উৎসাহ দান ও প্রযুক্তির সমৃদ্ধিকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া।

এবারের খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্যে পানিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ আমরা সকলে জানি খাদ্য উৎপাদনে কৃষি, মৎস্যচাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও খাদ্য ব্যবহার এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য পানিসম্পদ একটি অপরিহ-ার্য উপকরণ হিসেবে কাজ করে। খাদ্য ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলো সুপেয় বা ফ্রেশ ওয়াটার।ধারণা করা হয়, আগামী বিশ্বে সুপেয় পানির দখল নিয়ে শুরু হতে পারে বিশ্বযুদ্ধ। পৃথিবীতে সুপেয় পানির পরিমাণ মোট পানিসম্পদের ২-৩ ভাগ, যার শুধু একটি নগণ্য অংশই তরল আকারে বৃষ্টিপাত, জলাশয় ও নদীতে এবং ভূগর্ভস্থ পানিতে পাওয়া যায় এবং খাদ্য ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষক ড. মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন বিশ্ব খাদ্য দিবস নিয়ে তার এক নিবন্ধে বলেন,সুপেয় পানি তিন রকম হয় যেমন- সবুজ পানি বা গ্রীন ওয়াটার (বৃষ্টির পানি বা বৃষ্টিনির্ভর সেচ ব্যবস্থা), নীল পানি বা ব্লু ওয়াটার (ভূ-উপরিস্থ ও ভূ নিম্নস্থ পানি), ধূসর পানি বা গ্রে-ওয়াটার (সুপেয় পানির সাথে দূষকসমূহের নৃতাত্ত্বিক লোড একীভূত করার জন্য প্রয়োজনীয় পানি)। এ সুপেয় পানির ব্যবহারজনিত মূল চাহিদা হলো, কৃষি, শিল্প, গৃহস্থালির কাজে এবং যথাক্রমে শতকরা ৭০, ২২ ও ৮ ভাগ। পৃথিবীতে সবুজ পানি ব্যবহার করে প্রায় ৬০-৭০ ভাগ ফসল উৎপাদন হয়, অন্যদিকে নীল পানিতে ৩০ ও ধূসর পানিতে ১০ ভাগ। বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য এসডিজি-৬ পূরণের মাধ্যমে একটি উন্নত খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য। পানি একদিকে যেমন খাদ্য অন্যদিকে খাদ্য ব্যবস্থার অন্যতম মূল উপকরণ এবং পানির গুরুত্ব অনুধাবন করে শূন্য ক্ষুধা এসডিজি-২ ও এসডিজি-৬ কে উপযুক্তভাবে মূল্যায়িত করতে এ বছর বিশ্বখাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, পানি জীবন, পানি খাদ্য: কাউকে পেছনে ফেলে নয়।

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চলছে অমানবিক খাদ্য সংকট। কোভিড-পরবর্তী বিশ্বে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বাস্তবতা, ইসরাইল-ফিলিস্তিনে যুদ্ধকালীন মানবিক বিপর্যয়, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক ফলাফল, আগ্রাসী নগরায়ন এবং বিশ্বব্যাপী খাদ্যের সুষম বন্টনের কার্যকর ব্যবস্থা ও আন্তরিকতা না থাকাসহবিভিন্ন কারণে দিনের পর দিন দরিদ্র দেশগুলোতে বাড়ছে খাদ্য সংকট। বাংলাদেশে সম্প্রতি অকৃষি কাজে কৃষিজমির ব্যবহার যেমন বাড়ছে তেমনি অপরিকল্পিত ও আগ্রাসি নগরায়ন খাদ্য উৎপাদনকে অনেকাংশে ব্যাহত করছে। আমাদের খাদ্য সংকটের সবচেয়ে বড় কারণ জনসংখ্যাবিস্ফোরণ এবং ব্যাপক হারে অকৃষি কাজে কৃষিজমির ব্যবহার। এছাড়াও রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা, জলবায়ু উদ্বাস্তু বৃদ্ধি, খরা, অনাবৃষ্টি ও মাটিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি অনিবার্য কারণেও আমাদের দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দিনদিন কঠিন হয়ে পড়েছে। আধুনিক রাষ্ট্র বিনির্মাণে-শিল্পোন্নয়ন, নগরায়ণ বন্ধ করা যাবে না, কিন্তু এধরনের উন্নয়নে প্রয়োজন দূরদর্শী পরিকল্পনা, কার্যকর আইন প্রণয়ন এবং যথার্থ ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। আমাদের দেশে বর্তমান অবস্থায়ও নিরাপদ সুপেয় পানির বর্ধমান চাহিদা টেকসই জোগান দেওয়া সম্ভব, বিশেষ করে সবুজ, নীল ও ধূসর পানি। এজন্য সবচেয়ে বেশী জরুরী হলো নদীমাতৃক বাংলাদেশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খাল, বিল, হাওর, বিল, পুকুর, দিঘি, নদ-নদীগুলো দ্রুত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। দেশের সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানায় থাকা এ সকল জলাধার ও জলপ্রবাহকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করে আর কোনভাবেই যাতে নস্ট না হয় তার জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ, অধিদপ্তরের অধীন ও ব্যক্তি মালিকানায় থাকা বিভিন্ন জলাধারগুলো সংরক্ষণ এবং বেদখল হয়ে যাওয়া নদ-নদী ও খালগুলো উদ্ধার করে টেকসই উপায়ে সংরক্ষণে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের সমন্বয়ে কেন্দ্রিয়ভাবে একটি কমিটি গঠন করে তার অধীনে জেলা, উপজেলা ইউনিয়ন পর্যন্ত কাঠামোগত মনিটরিং সেল তৈরী করা প্রয়োজন।

◢ বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন ও খাদ্যের সুষম বন্টন....... ৫ম পৃষ্ঠার পর

এছাড়াও দেশের দক্ষিণাঞ্চলের পোল্ডারগেট নিয়ন্ত্রণে তৃণমূল সংগঠনকে সম্পৃক্ত করে একটি কর্মকৌশল নেওয়া দরকার। পাশাপাশি চিংড়িচাষিদের মিঠাপানির বা সুপেয় পানির চিংড়ি চাষে উৎসাহিত করা যেতে পারে, আর স্থানীয় নদীনালার ড্রেজিং করে সুপেয় পানির প্রবাহ বাড়িয়ে দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ততা প্রশমন করা যায়। এতে পানিস্তর নেমে যাওয়া কমে যাবে। বর্তমানে আমাদের ফসলি জমিতে খুব বেশি নাইট্রোজেন সার দেওয়া হচ্ছে, যা সেচের পানির সাথে মিশে খাবার পানি দূষিত করছে, ইউরিয়া সার ব্যবহারের একটি সুস্পষ্ট কৌশলপত্র থাকা দরকার। শিল্প হবে কিন্তু শিল্পের উপজাত পানিসম্পদকে দূষিত করছে কিন্তু নিয়ন্ত্রণে কোনো ব্যবস্থাই কাজ করছে না। জীবনমান যত উন্নত হবে গৃহস্থালিতে পানির ব্যবহার তত বাড়বে, তবে গৃহস্থালিতে বা শহরে যেভাবে পানির অপচয় হয় তা বন্ধ করার জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। দেশে যে বিপুল পরিমাণ পানি ব্যবহার হয় তা পুনর্ব্যবহারের প্রযুক্তি বা উদ্যোগ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। এটা খুবই আশার কথা যে, পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়ন হয়েছে, কিন্তু তাকে বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ খুবই ধীর, অস্পস্ট। পানি জীবন ও পানি খাদ্য-এটি বাস্তবায়নে একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজন যা স্থানীয় তৃণমূল সংগঠন, সিবিও, সিএসও এবং এনজিওদের সহায়তায় বাস্তবায়ন করা সময়ের দাবি।

আমরা জানি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ গোটা বিশ্বকে চরম খাদ্য সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বলছে, যুদ্ধ পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক না হলে দুর্ভিক্ষও দেখা দিতে পারে। মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার মধ্যে খাদ্য প্রথম। দুঃখজনক হলেও সত্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চাহিদার চেয়ে অধিক ফসল উৎপন্ন হলেও অনেক দেশে উৎপাদনহীনতায় খাদ্য সংকটে পড়ে আছে। কোন কোন দেশে পর্যাপ্ত উৎপাদন না থাকায় আমদানী নির্ভর খাদ্য ব্যবস্থাপনায় মুনাফাভোগীরা এমন কৃত্রিম সংকট তৈরী করছে যাতে সবার ক্ষেত্রে খাদ্য গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না। এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুখ থুবড়ে পড়ছে খাদ্য অধিকার। এরকম পর্যাপ্ত খাবারের অভাবে রয়েছেন বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ, অর্থাৎ ৮২ কোটি ৮ লাখ মানুষ। এ সংখ্যা প্রায় এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন বেড়ে চলেছে অনাহারের মাত্রা। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। এ অবস্থার উত্তরণে বিশ্বব্যাপী খাদ্যের সুষম বন্টনসহ খাদ্য আমদানী-রপ্তানী ব্যবস্থা সহজতর ও সুলভ করা জরুরী। এ দায়িত্ব বিশ্ব নেতৃবৃন্দের। খাদ্যের জোগানের একমাত্র মাধ্যম কৃষি। গত কয়েক দশকে পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে চাষযোগ্য জমি সংরক্ষণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃত্রিম বনায়ন, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মকান্ডের মাধ্যমে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো, বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও জাতিসংঘের সংস্থাগুলো বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে ব্যস্ত হয়ে আছে বিশ্বের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।

আমাদের বাংলাদেশে যে কৃত্রিম খাদ্য সংকট সৃস্টি হয় তার প্রথম সমাধান হলো দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এলক্ষ্যে দেশের কৃষিজমি সংরক্ষণ জোরদার করে গৃহস্থ কৃষি থেকে শিল্পে রূপান্তর করা। যেমন একসময় আমাদের দেশে হাঁস-মুরগীর চাষাবাদও গৃহস্থ পর্যায়ে ছিলো, যা এখন শিল্পে রূপ নিয়েছে। এজন্য কৃষি খামার প্রতিষ্ঠায় সরকারি বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদানসহ সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। বাংলাদেশে কর্মরত উন্নয়ন সহযোগী এনজিওগুলোকেও কৃষিশিল্প উন্নয়নে অধিকতরভাবে সম্পৃক্ত করা যায়। আমাদের বাজার ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী কৃষক ও ভোক্তা এবং আমদানীকারক ও ভোক্তার মাঝখানে সরাসরি বাজার ব্যবস্থা সৃষ্টি করা গেলেও মধ্যস্বত্বভোগী কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের দৌরাত্ম কমে আসে।

আমাদের দেশে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো; কৃষিকাজে নারীর গুরুত্ব তুলে ধরা, প্রশিক্ষণ-প্রণোদনায় তাদের অধিকতর সম্পৃক্ত করা। কারণ বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যদি কৃষিতে নারীরা পুরুষের সমানভাবে অংশ নেন, তাহলে বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ১৫ কোটি পর্যন্ত কমতে পারে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার অভিপ্রায়ে কৃষি ও পরিবেশের সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গৃহীত কৃষি ও পরিবেশ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় সরকার কৃষিবান্ধব ও বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় এনে রূপকল্প-২০৪১ -এর আলোকে জাতীয় কৃষিনীতি-২০১৮, নিরাপদ খাদ্য আইন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০সহ উল্লেখযোগ্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে।সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষিকে আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কৃষকদের কৃষিযন্ত্রের ক্রয়মূল্যের উপর হাওর ও উপকূলীয় এলাকায় ৭০% ও অন্যান্য এলাকায় ৫০% উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে কৃষি শ্রমিকের অপ্রতুলতা মোকাবিলা এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস হয়েছে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থাটি বিশ্বের উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে আধুনিক ও উন্নত কৃষি, প্রাণী, বনায়ন ও মৎস্য চাষে সহায়তার মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য। ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ফলপ্রসূ সহযোগিতা করে যাচ্ছে। বৈশ্বিক উদ্ধতাসহ সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সংস্থাটির গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলোর মধ্যে একটি।যদিও চাহিদার দিক বিবেচনা করলে বিশ্বের খাদ্য উৎপাদন যথেষ্ট, তবুও সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনায় রয়ে গেছে অসমাঞ্জস্যতা। জলবায়ু, মাটি ও অন্যান্য বিশেষত্বের কারণে একক দেশে একক ফসল ভাল ফলে। এক্ষত্রে যদি বিশ্বব্যাপী খাদ্য বিনিময় বা সুষমবন্টনে একটি সহজ কৌশলপত্র বা চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হয় তাহলে এখনো পৃথিবীতে কোথাও কোন দেশে খাদ্য সংকট থাকবে না-একথা অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এজন্য ভীষণভাবে প্রয়োজন বিশ্বব্যাপী শক্তিশালী খাদ্য ব্যবস্থাপনা।বাংলাদেশের খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে প্রকাশিত জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার 'র‍্যাপিড অ্যাসেসমেন্ট অব ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন সিকিউরিটি ইন দ্য কনটেক্স অব কোভিড-১৯ ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বিগত ৪০ বছরে কৃষিক্ষেত্রে ও খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বিশেষত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আবাদযোগ্য জমি হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততার পরিমাণ বাড়ার চ্যালেঞ্জের মধ্যেও বাংলাদেশ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পেরেছে, পেরেছে শাকসবজি, ফলমূল, মাছ, মাংস উৎপাদনে ব্যাপক সফলতা। বাংলাদেশের এ অর্জন অন্যান্য সদস্য দেশগুলোর জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র: বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ ও নিবন্ধ।

ঘাসফুল পরাণ রহমান শিক্ষার্থীদের চক্ষু পরীক্ষা ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তারা;

স্কুল প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমান চট্টগ্রামে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর শিক্ষা প্রসারে এক আলোকবর্তিকা

গত ১৬ অক্টোবর নগরীর পশ্চিম মাদারবাড়ীস্থ ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষার্থীদের চক্ষু পরীক্ষা ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্টান সম্পন্ন হয়। স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি ও সাবেক যুগ্মসচিব ড. জয়নাব বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ঘাসফুল-চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী প্রধান অতিথি এবং ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন লায়ন আবেদা বেগম ও লায়ন আফরোজা গণি। বক্তারা বলেন, শিশুরাই হচ্ছে আগামীর বাংলাদেশ, আমাদের শিশুরাই বাংলাদেশকে নিয়ে যাবে এক অনন্য উচ্চতায়, এজন্য শিশুদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে আমাদের আরো বেশী উদ্যোগী হতে হবে। ঘাসফুল পারণ রহমান স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও মহীয়সী নারী শামসুন্নাহার রহমান পরাণ চট্টগ্রামে তৃণমূলের জনগোষ্ঠীর শিক্ষা প্রসারে এক আলোকবর্তিকা, উনাকে শিক্ষা ও উন্নয়নের জন্য চট্টগ্রামের মানুষ স্মরণ রাখবে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম নগরীতে তিনিই প্রথম তৃণমুল জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ স্কুলিং ব্যবস্থা চালু করেন। তৃণমুল মানুষের শিক্ষা উন্নয়নের পাশাপাশি মধ্যম আয়ের পরিবারের সন্তানদেরকে আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর এবং সৃজনশীল শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে তিনি এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন।

অনুষ্ঠানের প্রথমপর্বে লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং পারিজাত এলিট এর পক্ষ থেকে লায়ন সেবা মাসের কর্মসূচির অংশ হিসেবে অভিজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকের মাধ্যমে ঘাসফুল বিকাশ কেন্দ্রের ৩০জন ও ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের ১৬৩জনসহ মোট ১৯৩জন শিক্ষার্থীর চক্ষু পরীক্ষা করানো হয়। দ্বিতীয়পর্বে বিভিন্ন ক্যাটগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন আমন্ত্রিত অতিথিরা। অনুষ্ঠানে স্কুলের শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক ও শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

১৮ অক্টোবর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিশুদের মাঝে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ক্লাস পার্টি অনুষ্ঠিত

গত ১৪ই নভেম্বর ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্লাস পার্টির অনুষ্ঠিত হয়। পার্টিতে শিক্ষার্থীরা গান, নাচ ও ফ্যাশন-শোসহ বিভিন্ন ধরনের খেলার আয়োজন করা হয়। সকল শিক্ষার্থীরা ক্লাস পার্টিতে অংশগ্রহণ করে আনন্দ উপভোগ করেছে।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

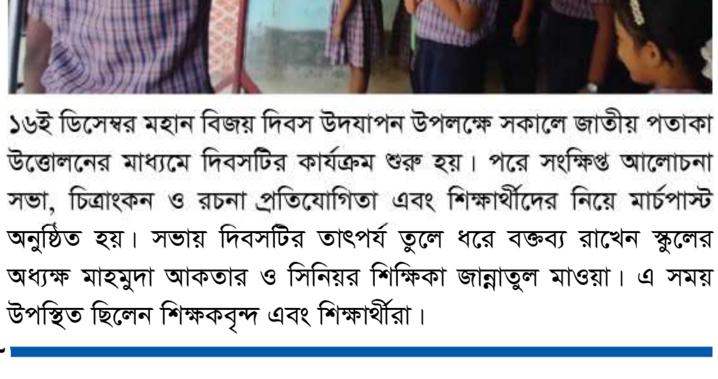

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসটির কার্যক্রম শুরু হয়। পরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা, চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং শিক্ষার্থীদের নিয়ে মার্চপাস্ট অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতার ও সিনিয়র শিক্ষিকা জান্নাতুল মাওয়া। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষকবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীরা।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস পালন উপলক্ষে চট্টগ্রামের পূর্ব মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং সত্তর জন শিক্ষার্থীদের মাঝে খাবার (মধ্যাহ্নভোজ) পরিবেশন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতার ও সহায়িকা শিরিন আক্তার।

জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আয়োজিত বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ অনুষ্ঠানে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীর নৃত্যে ২য় স্থান অর্জন

জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমি-চট্টগ্রাম আয়োজিত বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ'২৩ উদযাপন উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। গত ০৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নৃত্য প্রতিযোগিতায় ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা ২য়স্থান অধিকার করে। অনুষ্ঠানশেষে বিজয়ী শিশু শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রের সহায়িকা শিরিন আকতারসহ ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে এসে পৌছালে তাদের ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী তাদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, সমাজের পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠি; সেবক কলোনীর প্রতিনিধি হয়ে তোমাদের এই অর্জন নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গর্বেও, তোমাদের সাফল্যে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করছি এধরণের অর্জন অব্যাহত থাকবে এবং তোমাদের কলোনীর অন্যান্য অনুজদেরও উৎসাহিত করবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সৈয়দ মামুনূর রশীদ, কর্মসূচী সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

"শেখ রাসেল দীপ্তিময়/নির্ভীক নির্মল দুর্জয়" প্রতিপাদ্যে "শেখ রাসেল দিবস ২০২৩" উপলক্ষে ১৮ অক্টোবর চট্টগ্রাম নগরীর পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশু শিক্ষার্থী ও দুস্থ, দরিদ্র মানুষের মাঝে খাদ্য বিতরণ করা হয়। খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমে অংশ নেন ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আক্তার, কেন্দ্রের সহায়িকা শিরিন আকতার, ঘাসফুল এর সহকারী ব্যবস্থাপক জেসমিন আক্তার ও কর্মকর্তা আবদুর রহমান।

নিয়মিত কার্যক্রম

গত তিন মাসে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৯০%। শিশু বিকাশ কেন্দ্রের রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত গান, নাচ, ছবি আঁকা, সচেতনতামূলক ক্লাস, অভিভাবক সভার আয়োজন এবং সরকারি স্কুলে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের ফলোআপ করা হয়।

আলোচনা সভা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগীতায় শেখ রাসেল দিবস উদযাপন

গত ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়নাধীন ঘাসফুল আউট অফ স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রামের শিখন কেন্দ্রগুলোর শিক্ষার্থীদের আলোচনা সভা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয় প্রতিযোগীতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ এবং কেক কেটে জন্মদিও পালন করা হয়। এসময় শিক্ষার্থীদের সাথে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক ও প্রোগ্রাম সুপারভাইজার ছালেহা বেগম, আফসানা আকতার প্রমুখ।

বিজয় দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন

মহান বিজয় দিবস ও দেশের অধিকার আদায়ের জন্য আত্মোৎসর্গকারী জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ঘাসফুল'র কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। ১৬ ডিসেম্বর ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচি'র শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজারগণ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন এবং তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র সহকারী পরিচালক-এর আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ

গত ২১ নভেম্বর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির ২০জন শিক্ষক ও প্রোগ্রাম সুপারভাইজারদের সাথে সংক্ষিপ্ত এক আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো-এর সহকারী পরিচালক মোঃ জহুরুল হক। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের উপজেলা ম্যানেজার (ইউপিএম) মো. মোশারফ হোসেন, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক (সামাজিক উন্নয়ন বিভাগ) রাব্বানি বসুনিয়া ও অফিসার আদিবা তারান্নুম।

শিক্ষকদের রিফ্রেশার্স ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির ২০টি শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকদের নিয়ে গত তিনমাসে সংস্থার ঢাকা অফিসে ৩টি রিফ্রেশার্স ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়। রিফ্রেশার্স ট্রেনিং-এ শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতির মান-উন্নয়ন, শিক্ষাদানের নতুন নতুন কৌশল, শিক্ষার্থীদের মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সকল মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ট্রেনিংগুলো পরিচালনা করেন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলাম, সুপারভাইজার ছালেহা বেগম, আফসানা আকতার ও ব্র্যাকের ইউপিএম শর্মিলা রায়। উল্লেখ্য, গত ২৪ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত রিফ্রেশার্স ট্রেনিং এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু। ট্রেনিংগুলো পরিচালনা করেন প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম, ব্র্যাকের ইউপিএম মো. মোশারফ হোসেন, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার ছালেহা বেগম, আফসানা আকতার প্রমুখ। এসময় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ঢাকা অফিসের কার্যক্রম এবং চলমান শিক্ষা কার্যক্রম সর্ম্পকে খোঁজখবর নেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।

অভিভাবক সভা সম্পন্ন

নিরক্ষর মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে গত জানুয়ারি মাসে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অভিভাবকরা ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, তাদের সঠিক পথ দেখানোর জন্য আমরা ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) সভা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় গত তিন মাসে ২০টি শিখন কেন্দ্রে ০১টি করে মোট ২০টি সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার, অভিভাবক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করে।

'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে সম্মিলিত অংশগ্রহণ, নিশ্চিত করবে এসডিজি অর্জন'

চট্টগ্রাম জেলা সমাজসেবা আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপনে ঘাসফুল এর অংশগ্রহণ

'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে সম্মিলিত অংশগ্রহণ, নিশ্চিত করবে এসডিজি অর্জন' এই শ্লোগানে পালিত হয় ৩২তম আন্তর্জাতিক ও ২৫তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০২৩। চটগ্রাম জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগীতায় গত ৩ ডিসেম্বের সকাল ১০ টায় চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) তানবির আল নাসিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জনাব মুহাম্মদ আনোয়ার পাশা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়ের পরিচালক জনাব কাজী নাজিমুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মোঃ ফরিদুল আলম।উক্ত আয়োজনে ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে ২০০টি টি-শার্ট প্রদান করা হয়। অংশগ্রহণকারী সংস্থা হিসেবে ঘাসফুলকে সনদ প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রাম জেলার মেখল ও গুমান মর্দ্দন এবং নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর ইউনিয়ন

তিনটি ইউনিয়নে তিনটি স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় ১২ নভেম্বর মেখল ইউনিয়নের নগেন্দ্রনাথ মহাজন উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ এবং ১৮ ডিসেম্বর গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের উত্তর ছাদেক নগর সরকারী প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গণ ও ১২ নভেম্বর নিয়ামতপুর উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের বাসুদেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মেডিসিন, হৃদরোগ, মা ও শিশুরোগ, ডায়বেটিকস, দন্ত এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসাসেবা প্রদানের মধ্যদিয়ে দিনব্যাপী স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেখল ইউনিয়নের ৩২৭জন, গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের ২১৩জন এবং নিয়ামতপুর উপজেলার সদর ইউনিয়নে ২৩২জনসহ ৭৭২ মোট জন রোগী বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে। এছাড়া মেখল, গুমানমর্দ্দন ও নিয়ামতপুর ইউনিয়নে গত তিনমাসে ২৩০টি স্ট্যাটিক ও ৬০টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ৪৪২৫জন রোগীকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা প্রদান ও ১২২১জন রোগীর ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করা হয় এবং ৪৪৪টি স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব আয়োজনে আয়রন ক্যাপসুল, ফলিক এসিড ও জিংক ১০৭১৩টি, পুষ্টিকণা ১৫৬৯টি ও ক্যালসিয়াম (মিরাকেল) ১২০২০টি, কৃমিনাশক ৩৯৬০টি বিতরণ করা হয়। তিনটি ইউনিয়নে সম্পন্নকৃত স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প এ নিয়ামতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ফারুক সুফিয়ান, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, নিয়ামতপুর সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ বজলুর রহমান নঈম,সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র ইউনিয়ন সমন্বয়কারীগণ, কর্মকর্তাগণসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে প্রবীণ রোগীদের বিনামূল্যে ছানি অপারেশন

চট্টগ্রামে হাটহাজারী উপজেলার গুমানমর্দ্দন ও মেখল ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত বিশেষ চক্ষু ক্যাম্পে ছানি অপারেশনের রোগী চিহ্নিত করা হয়। অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীদের চট্টগ্রাম লায়ন্স চক্ষু হাসপাতাললে যথাক্রমে ২৬ নভেম্বর ২৫ জন ও ০৩ ডিসেম্বর তারিখে ১৭জনকে বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন করা হয়। ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় চক্ষু চিকিৎসাসেবা ও ছানি অপারেশনের সুযোগ পেয়ে অসহায় প্রবীণ রোগীরা খুবই আনন্দিত। তাঁরা পিকেএসএফ ও ঘাসফুল এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

যুব প্রশিক্ষণ সম্পন্ন 'স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো'

যুবদের টেকসই আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঘাসফুলের বাস্তবায়নে এবং পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচিভূক্ত উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় '' স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো'' শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেখল ও নিয়ামতপুর উভয় ইউনিয়নের আদিবাসীসহ ৭৫ জন যুব নারী-পুরুষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রতিব্যাচে ২৫ জন করে মোট ৩টি ব্যাচে মেখলে ও নিয়ামতপুর সমৃদ্ধি কার্যালয়ে প্রশিক্ষণগুলো অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী মোঃ আরিফ, মোঃ কহিনূর ইসলাম ও সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয়।

আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় ঘাসফুলের আয়োজনে মেখল ইউনিয়ন সমৃদ্ধি কার্যালয়, গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র ও নিয়ামতপুর সমৃদ্ধি কার্যালয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে গাভী, হাঁস-মুরগী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিব্যাচে ২৫ জন করে মোট ৪টি ব্যাচে ১০০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতে উভয় ইউনিয়নের ১০০জন ঋণ গ্রহণকারী ও সম্ভাব্য ঋণ গ্রহণকারী সদস্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ সুজন কানুনগো ও নিয়ামতপুর উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আরিফুল ইসলাম । এসময় উপস্থিত ছিলেন সমন্বয়কারী মোঃ আরিফ, মোহাম্মদ রিদুওয়ান, মোঃ কহিনূর ইসলামসহ সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাগণ।

ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় মেখল ইউনিয়নে

স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নের সকল নাগরিকের জন্য ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনা করার লক্ষ্যে গত ১০ অক্টোবর মেখল সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয়ে উঘজওঈঐবফ ঝঅঝএঐঙ সিস্টেম'র রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এতে স্বাস্থ্য কার্যক্রমে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ১৬ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও ২ জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তাসহ মোট ১৮জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঈগউউ ঐবধষঃয এর কর্মকর্তা জাকির হোসেন ও প্রভাষ কুমার সরকার।

হাটহাজারীর মেখল ও নিয়ামতপুর ইউনিয়নে

বার্ষিক ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরষ্কার বিতরণ

সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র উন্নয়নে যুব সমাজ ও শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় ২০ডিসেম্বর নিয়ামতপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও ২৭ ডিসেম্বর মেখল রহিমপুর আইডিয়্যাল স্কুল এন্ড কলেজ হলরুমে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিয়মতপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মো: বজলুর রহমান নঈম ও মেখল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন হাটহাজারী প্রেস ক্লাব সভাপতি সাংবাদিক কেশব কুমার বড়ুয়া, রহিমপুর আইডিয়্যাল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক মোঃ রিদুয়ান শাহ, সাংবাদিক মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, মহিলা মেম্বার সাজুরা বেগম, মেম্বার দিলোয়ারা বেগম, সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ প্রমুখ। বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় উভয় ইউনিয়নের ৫৮২জন কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থী, ৩জন অভিভাবক ও ২৫৮জন যুব নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে শিশু, যুবক, অভিভাবক, প্রবীণ নারী-পুরুষ, সমৃদ্ধি কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় হাটহাজারী উপজেলার মেখল, গুমানমর্দ্দন ও নিয়ামতপুর উপজেলার সদর ইউনিয়নে বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে শহীদদের স্মরণে পুস্পস্তবক অর্পণ, শরীরচর্চা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়াও একইদিন সকাল ১০:৩০টায় সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা নিয়ামতপুর মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে নিয়ামতপুর উপজেলা প্রশাসনের সাথে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও এনজিওদের সমন্বয়ে মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, বিভিন্ন ডিসপ্লে প্রদর্শনসহ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধানঅতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি মহোদয় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ফরিদ আহম্মেদ ও নিয়ামতপুর ইউপি চেয়ারম্যান বজলুর রহমান নঈম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিয়ামতপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইমতিয়াজ মোরশেদ। ঘাসফুলের এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে এরিয়া ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেন, সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী মোঃ কহিনুর ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গুমানমর্দ্দন সমৃদ্ধি ইউনিয়ন কমিটির মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

হাটহাজারীর গুমান মর্দ্দন সমৃদ্ধি ইউনিয়ন কমিটির মাসিক সমন্বয় সভা ০৯ নভেম্বর স্থানীয় প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যন মোঃ মুজিবুর রহমান। কমিটির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের সকল সম্মানিত জনপ্রতিনিধি পুরুষ ও মহিলা সদস্যগণ ও সচিব মোঃ আবু তৈয়ব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল'র এরিয়া ম্যানেজার মোঃ নাজিম উদ্দিন, শাখা ব্যবস্থাপক দিলিপ মজুমদার ও সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় সমৃদ্ধি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন কর্মসূচি'র গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মোঃ রিদুয়ান।

জাতীয় যুব দিবস ২০২৩ উদযাপন

"স্মার্ট যুব, সমৃদ্ধ দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ"

পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় গত ০১ নভেম্বর মেখল ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কার্যালয়, গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ এবং নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ হলরুমে জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল " স্মার্ট যুব, সমৃদ্ধ দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ"। এ উপলক্ষে মেখল ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ আরিফ, গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে সহকারী পরিচালককে এম জি রব্বানী বসুনিয়া এবং নিয়ামতপুর ইউনিয়নে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইমতিয়াজ মোর্শেদেও নেতৃত্বে ৩টি ইউনিয়নের নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালী ও আলোচনা সভায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, যুব নারী-পুরুষ, এলাকার সাধারণ নারী-পুরুষ, ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিশ্ব এইডস দিবস ২০২৩ উদযাপন

'কমিউনিটির আমন্ত্রণ, এইডস হবে নিয়ন্ত্রণ'

'কমিউনিটির আমন্ত্রণ, এইডস হবে নিয়ন্ত্রণ'- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ০১ ডিসেম্বর সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র উদ্যোগে চট্টগ্রাম জেলার হাটহ-াজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়ন ও নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার নিয়ামতপুর ইউনিয়নে নানা কর্মসূচিতে বিশ্ব এইডস দিবস ২০২৩ উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে উভয় ইউনিয়নে বর্ণাঢ্য র‌্যালি ও আলোচনাসভার আয়োজন কর হয়। র‌্যালী ও আলোচনা সভায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, যুব নারী-পুরুষ, এলাকার সাধারণ নারী-পুরুষ, ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক দূর্নীতি বিরোধী দিবস ২০২৩ উপলক্ষে মানববন্ধনে অংশগ্রহণ

০৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে চট্টগ্রাম হাটহাজারী ও নিয়ামতপুর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মানববন্ধন ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিলো - "উন্নয়ন, শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ"। উভয় উপজেলায় ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে।

Let's Read প্রকল্প সংবাদ

অনলাইনে Let's Read Story Telling Contest সম্পন্ন

দ্যা এশিয়া ফাউন্ডেশন'র সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন খবঞ্চং জবধফ প্রকল্পের আওতায় গত ১৮ অক্টোবর ঘাসফুল অনলাইনে খবঞ্চং জবধফ ঝঃড়ৎু ঞবষষরহম ঈড়হঃবংঃ এর আয়োজন করে। এতে সারা দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজ এবং ইমেইল-এ গল্প বলার ভিডিও পাঠিয়ে অংশগ্রহণ করে। ঝঃড়ৎু ঞবষষরহম ঈড়হঃবংঃ এ ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের তিনজন শিক্ষার্থী বিজয়ী হয় এবং পুরস্কার অর্জন করে। উল্লেখ্য এ প্রকল্পের মাধ্যমে ঘাসফুলের ১১৬টি ফর্মাল এবং নন-ফর্মাল স্কুলসহ ঢাকা, চট্টগ্রাম, নওগাঁর ২০টি স্থানীয় স্কুলের শিক্ষার্থীরা খবঃ'ং জবধফ অঢ়ঢ় ডাউনলোড করে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ১০ হাজারেরও বেশি আকর্ষণীয় শিক্ষামূলক গল্পের বই পড়ার সুযোগ পাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২৩

"সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় প্রবীণদের জন্যে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রজন্মের ভূমিকা"

ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মেখল ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণ ও গুমানমর্দ্দন পরিষদ প্রাঙ্গণে গত ১অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল প্রতিপাদ্য "সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় প্রবীণদের জন্যে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রজন্মের ভূমিকা"। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন চৌধুরী ও গুমানমর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান। উভয় ইউনিয়নে র‍্যালী ও আলোচনা সভায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, প্রবীণ, সাধারণ ও যুব, নারী-পুরুষসহ ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও জেলা সমাজসেবা কার্যালয় চট্টগ্রাম আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঘাসফুল অংশগ্রহণ করে।

বয়স্কভাতা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গত তিন মাসে মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ১৩১জন প্রবীণকে পাঁচশত টাকা হারে মোট ১,৯৬,৫০০/-(এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশত) টাকা বয়স্কভাতা ও ৬জন মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার টাকা হারে মোট ৬০০০/- (ছয় হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। কর্মসূচির আওতায় অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ১৮৬জন প্রবীণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

পরিবেশ ক্লাবের সভা অনুষ্ঠিত

গত তিনমাসে নওগাঁর সাপাহার শাখায় 'বাগান বিলাশ পরিবেশ ক্লাব'র ৩টি, জবাইবিল পরিবেশ ক্লাবের ৩টি, নির্মোইল পরিবেশ ক্লাবের ৩টি, হরিপুর সূর্যমুখী পরিবেশ ক্লাবের ৩টি, এবং নিয়ামতপুর শাখায় 'খামার বাড়ি পরিবেশ ক্লাব'র ৩টি, 'শাপলা পরিবেশ ক্লাব'র ৩টি করে মোট ১৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে ৩০১ জন স্থানীয় আমচাষী অংশগ্রহণ করে। সভায় বাগানে করণীয় কার্যাবলী সমূহ যেমন: আম বাগানে বায়ো-পেস্টিসাইড হিসেবে নিমের তেল ও ট্রাইকো লিচেড স্প্রে, জৈবসার ও জৈব বালাইনাশক ব্যবহার, শ্রমিকের স্বাস্থ্যসুরক্ষায় প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স, আম বাগানে চারদিকে ড্রেন ও নালার উন্নয়ন, কর্মীদের পানের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেয়া হয়। সভাপতিত্ব করেন মোঃ বকুল হোসেন, মোঃ আশরাফুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল মান্নান, শাহজাহান আলী, মোঃ মাসুদ রানা ও শরিফুল ইসলাম তরফদার। সভাগুলো পরিচালনা করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের। সভাগুলোতে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সদস্যবৃন্দ ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ।

মাঠ দিবস - ২০২৩ উদ্‌যাপন

ঘাসফুল এসইপি প্রকল্পের উদ্যোগে সাপাহার শাখায় বাগানবিলাশ পরিবেশ ক্লাব ও নিয়ামতপুর শাখায় শাপলা পরিবেশ ক্লাব'র ১টি করে মোট ২টি "মাঠ দিবস" অনুষ্ঠিত হয়। দিবসগুলোতে উদ্যোক্তাদের আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বনে পরিবেশবান্ধব আম বাগান সৃজন, এএচ এডাপ্টেশন ট্রান্সফরমেশন প্রদর্শনী, জলবায়ু সহিষ্ণু আমের চারা প্রদর্শনী, পরিবেশ চর্চা ও সমন্বিত কৃষি চর্চার বাস্তবায়ন সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে অবগত করা হয়। টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থাপনার জন্য পানি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের উদ্যোগ, সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও তার সঙ্গে যৌথভাবে সার ব্যবস্থাপনা এবং সার্বিকভাবে নিরাপদ কৃষি উপকরণ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপাহার উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুর রশিদ ও শাপলা পরিবেশ ক্লাবের সভাপতি মোঃ শরিফুল ইসলাম তরফদার। আরো উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের, ঘাসফুলের এলাকা ব্যবস্থাপক শাহীনুজ্জামান, এলাকা ব্যবস্থাপক আনোয়ার হোসেনসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ও লিড ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে স্পট মিটিং সম্পন্ন

গত তিনমাসে প্রকল্পের উদ্যোগে মাঠ পর্যায়ে উদ্যোক্তাদের পরিবেশবান্ধব আম উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সাপাহার শাখায় ৯টি ও নিয়ামতপুর শাখায় ৯টি করে মোট ১৮টি স্পট মিটিং সম্পন্ন করা হয়। সভাগুলোতে উদ্যোক্তাগণ পরস্পরের মধ্যে কর্মকান্ডের অগ্রগতি আলোচনা ও নতুন বাগান সৃজনের ক্ষেত্রে উন্নত জাত ও মান সম্পন্ন চারা নির্বাচন, জমি প্রস্তুতকরণ, সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা ও বাগানে সাথী ফসল হিসেবে মাসকালাই ও সরিষা চাষের পরামর্শ দেয়া হয়। পাশাপাশি উদ্যোক্তা কর্তৃক বাস্তবায়িত পরিবেশ চর্চাসমূহ চলমান রাখা ও অন্যান্য পরিবেশ চর্চা বিষয়ে অবগত করা হয়। সভাগুলো পরিচালনা করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন সাপাহার শাখার এলাকা ব্যবস্থাপক মোঃ শাহীনুজ্জামান ও নিয়ামতপুর শাখার এলাকা ব্যবস্থাপক মোঃ আনোয়ার হোসেনসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঘাসফুল এসইপি প্রকল্পের সমাপনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন

নভেম্বর পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর যৌথ অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রকল্পের (এসইপি) এর সমাপনী অনুষ্ঠান গত ১৪ নভেম্বর নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলা মিলনায়তন ও ২০ নভেম্বর নিয়ামতপুর উপজেলা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সাপাহার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন ও নিয়ামতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইমতিয়াজ মোরশেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাগুলোতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ শামছুল ওয়াদুদ এবং নিয়ামতপুর উপজেলা চেয়ারম্যান ফরিদ আহম্মেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপাহার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ শাহজাহান হোসেন, নওগাঁ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আবুল কালাম আজাদ, নিয়ামতপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ কামরুল হাসান, নিয়ামতপুর সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ বজলুর রহমান নঈম। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপাহার উপজেলা পরিষদের ভাইস- চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রশিদ, সাপাহার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাপলা খাতুন, ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের সহকারি পরিচালক সাইদুর রহমান খান, এরিয়া ম্যানেজার মোঃ ওসমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও উদ্যোক্তাগণ। উক্ত অনুষ্ঠানগুলোতে টেকসই পরিবেশ চর্চায় (ডব্লিউচ) অবদান রাখার জন্য "গ্রীণ অ্যাম্বাসেডর" হিসেবে উদ্যোক্তাদের মাঝে সার্টিফিকেট ও শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হয়।

কুদরতে খোদা মোঃ নাছের
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, এসইপি।

সাধারণ গৃহিণী রাফিনার উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার গল্প

মোছাঃ রাফিনা বেগম নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলার উত্তর কুলমুডাঙা গ্রামের বাসিন্দা। ২০২২ সালের ১৫ জুন, তিনি ঘাসফুলের সদস্য হন এবং ঘাসফুল ঝউচ প্রকল্পের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আমজাত পণ্য উৎপাদন ও প্রসেসিং বিষয়ে প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার পর আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেন এবং নিজেই বিভিন্ন আমজাত পণ্য তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞানের সাথে তিনি এই পণ্যগুলি কিভাবে বাজারজাত করা যায় এবং এ কাজে আয়ের সম্ভাবনাও বুঝতে শুরু করেন। তখন রাফিনা বেগম এলাকার অন্যান্য গৃহিনীদের সাথে আলাপ করেন এবং ভিলেজ ওমেন বিজনেস গ্রুপ নামক পাঁচজনের একটি গ্রুপ তৈরি করেন। পরবর্তীতে তার নেতৃত্বে গ্রুপটি ঘাসফুল থেকে জনপ্রতি ৫০,০০০/- টাকা হারে মোট ২,৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে। গ্রামীণ নারীদের এই যৌথ উদ্যোগটি "মেসার্স সাপাহার ফ্রুটস প্রোডাক্ট" নামকরণ করে তারা প্রথমে ক্ষুদ্রাকারে উৎপাদন শুরু করেন এবং উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী স্থানীয়ভাবে এবং ঘাসফুল ঝউচ প্রকল্পের মাধ্যমে বাজারজাত শুরু করেন। সরকারি নিয়ম মেনে তারা ট্রেড লাইসেন্স ও এঞওঘ সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ সচেতন, যার ফলে তারা পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করে ২৩ মার্চ ২০২৩ ইঝঞও সনদও গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে মেসার্স সাপাহার ফ্রুটস প্রোডাক্ট এর মুখপাত্র রাফিনা বেগম বলেন, বিভিন্ন সনদ অর্জনে তাদের সততা, ঘাসফুল ঝউচ প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সহায়তা এবং প্রকল্প আয়োজিত বিভিন্ন ওয়ার্কশপগুলোর মাধ্যমে সৃষ্ট সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকগুলো তারা কাজে লাগিয়েছেন।

মেসার্স সাপাহার ফ্রুটস প্রোডাক্টস গ্রুপের সদস্যরা গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রায় ৭০,০০০/- টাকার পণ্য বিপণন করেন। এ বিপণণে তারা ফেসবুক, ঘাসফুল বরেন্দ্র ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করেন। সাপাহার ফ্রুটস প্রোডাক্টস এর অপর একজন নারী উদ্যোক্তা মিসেস রোকসানা বলেন, ঝউচ প্রকল্পের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত "মেসার্স সাপাহার ফ্রুটস প্রোডাক্টস" তাদের জীবনে নিয়ে এসেছে আমূল পরিবর্তন। এখন তারা নিজেদের পরিবারে অবদান রাখছেন। তাদের স্বপ্ন হলো আগামীতে আরো বহুদূর এগিয়ে যাওয়া। তারা ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন- আমরা ঘাসফুলের কাছে ঋণী এবং আমরা আশা করি ঘাসফুল ভবিষ্যতেও আরো নারীর জীবনের আমূল পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে। আমরা ঘাসফুলের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

উপজেলা সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল এর আয়োজনে ২১ নভেম্বর চট্টগ্রামে হাটহাজারী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কনফারেন্স হলে বিডি রুরাল ওয়াশ ফর এইচসিডি প্রকল্পের চট্টগ্রামে কর্মরত উন্নয়ন সহযোগী ১০টি সংস্থার ২২জন শাখা ব্যবস্থাপকদের নিয়ে উপজেলা সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে ছিলো: ঘাসফুল, আইডিএফ, মমতা, প্রত্যাশী, ইপসা, উদ্দীপন, পদক্ষেপ, পেইজ, ডেম ফাউন্ডেশন, বীজ। সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন, পিকেএসএফ এর আইভিসি মিজানুর রহমান, ঘাসফুলের এরিয়া ম্যানেজার নাজিম উদ্দিন, সমৃদ্ধি প্রোগ্রামের সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ প্রমুখ।

সমন্বয় সভা শেষে পিকেএসএফ প্রতিনিধিকে নিয়ে ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ওয়াশ প্রকল্পের হাটহাজারী এলাকার উপকারভোগীর সদস্যের বাড়ীতে চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়।

ত্রৈমাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল, হাটহাজারী এরিয়ার সাতটি শাখা নিয়ে ত্রৈমাসিক কমশালা ও ইউ জঃৎধষ ডঅঝঐ ভড়ৎ ঐঈউ প্রকল্পের ষ্টাফ ওরিয়েন্টেশন ১১ নভেম্বর, ২০২৩ নজুমিয়া হাট শাখায় অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশনে ঘাসফুল এর পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, সহকারী পরিচালক মোঃ শামসুল হক ঢাকা জোনের সহকারী পরিচালক মোঃ নাছির উদ্দিন, এরিয়া ম্যানেজার মোঃ নাজিম উদ্দিন ও সাতটি শাখার ব্যবস্থাপক, জুনিয়র অফিসার, সহকারী অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন।

উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

"নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি" বিষয়ে মানুষের আচরণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রচারাভিযান কার্যক্রমে ঘাসফুল পটিয়া সদর শাখার উদ্যোগে ১০ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলায় তিনটি স্থানে তিনটি সমিতি'র সদস্যদের নিয়ে পৃথক তিনটি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসব উঠান বৈঠকে ঘাসফুল পটিয়া সদর শাখার ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিডি রুরাল ওয়াশ ফর এইচসিডি প্রকল্পের আওতায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সভা

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য দক্ষ সেবাদানকারী এলএসপি (লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডার) তৈরীর লক্ষ্যে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ইফাদ'র অর্থায়নে ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্প'র উদ্যোগে গত তিনমাসে ২৬টি ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বেকওয়ার্ড, ফরোয়ার্ড মার্কেট লিংকেজ এবং মার্কেট উন্নয়নে সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্য, খামারী এবং এলএসপিদের (লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডার) কর্মকান্ড সর্ম্পকে আলোচনা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। এতে ৩১২জন পুরুষ ও ২০৮জন নারীসহ মোট ৫২০জন অংশগ্রহণ করেন।

হাঁস ও মুরগী পালনকারীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

গত তিনমাসে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্পের উদ্যোগে হাঁস ও মুরগীর পালনকারীদের নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলায় নওগাঁ সদরে ১০টি, মান্দা উপজেলায় ১৩টি, বদল গাছিতে ১২টি, মহাদেবপুরে ০৯টি ও পত্নীতলায় ০৬টি মোট ৫০টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে মোট ১০৫০জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) গণ।

টিকাদান ও কৃমি মুক্তকরণ ক্যাম্পেইন সম্পন্ন

ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্প'র উদ্যোগে গত তিন মাসে নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলায় নওগাঁ সদরে ২৩টি, মান্দা উপজেলায় ২১টি, বদল গাছিতে ২০টি, মহাদেবপুরে ২৩টি এবং পত্নীতলায় ১৯টি মোট ১০৬টি টিকাদান ও কৃমি মুক্তকরণ ক্যাম্পেইন সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ক্যাম্পেইনে প্রায় ১০০,১৭০টি মুরগীকে টিকা প্রদান করা হয়।

উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক এলএসপিদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলায় উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডার এলএসপিদের হাতে কলমে ১৪ টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিটি প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট এলাকার এলএসপি ও উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তাগণ কমিউনিটিতে গিয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে ৪০জন এলএসপি অংশগ্রহণ করেন।

ফিড প্রমোশনে ভতুর্কি/অনুদান

নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলার ১৪ জন পোল্ট্রি ফিড (হাঁস, মুরগি, কবুতর, কোয়েল ইত্যাদি) বিক্রেতার মাঝে মোট ২১৬টন (প্রতি কেজি ০.২৫ টাকা হারে, মাসে ১টন) ফিড প্রমোশনের মোট ৫৪,১০৭/- (চুয়ান্ন হাজার একশত সাত) টাকা ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়।

ভ্যাকসিন ক্লিনিক/হাব উন্নয়ন

গত তিন মাসে মান্দা উপজেলায় ৩টি, মহাদেবপুর উপজেলায় ১টি ও পত্নীতলা উপজেলায় ১টিসহ মোট ৩টি ভ্যাকসিন ক্লিনিক/হাব উন্নয়ন করা হয়। এই ভ্যাকসিন ক্লিনিক/হাব উন্নয়নের জন্য ৪৮,১৫০/- (আটচল্লিশ হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় ০৩ মাস মেয়াদী জেলা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, কৃষি কাজ ও যুব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। প্রশিক্ষণে ২০ জন পুরুষ এবং ০২ জন নারীসহ মোট ২২জন এলএসপি অংশগ্রহণ করে।

জৈবসার কারখানার উন্নয়ন

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্প'র উদ্যোগে প্রাণীর বর্জ্যকে সম্পদে রুপান্তর লক্ষ্যে জৈব সার উৎপাদনকারী কারখানাসমূহের উন্নয়ন কার্যক্রমের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত তিনমাসে নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলায় ০১টি ও নওগাঁ সদর উপজেলায় ০২ টি মোট ৩টি জৈবসার কারখানার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, চেক প্রদান ও সহযোগীতা করা হয়।

হাঁসের হ্যাচারী উন্নয়ন

নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় আমেনা হ্যাচারী নামে ১টি হাঁসের হ্যাচারী উন্নয়ন করা হয়েছে। প্রতিমাসে হ্যাচারীটির উৎপাদন ক্ষমতা ১২০০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) বাচ্চা। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় উৎপাদন কম ছিল। আরএমটিপি প্রকল্প'র কর্মকর্তাদের পরামর্শ ও সহযোগীতায় হ্যাচারীটিতে এখন প্রতিমাসে ৭০০০০ থেকে ৮০০০০ বাচ্চা উৎপাদিত হচ্ছে এবং উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পর্যন্ত হ্যাচারীটি থেকে প্রায় ১৫০০ জন উপকারভোগী প্রায় ৭৫০০০ হাঁসের বাচ্চা সংগ্রহ করেছে।

হাইজেনিক ও হালাল পোল্ট্রি চেইন শপ উন্নয়ন

আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় গত তিনমাসে নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় ০১ টি ও বদলগাছি উপজেলায় ০২টি মোট ০৩ হাইজেনিক ও হালাল পোল্ট্রি চেইন শপ করা উন্নয়ন করা হয়েছে। হাইজেনিক ও হালাল পোল্ট্রি চেইন শপ মালিকদের সাথে কন্টাক্ট গ্রোয়ার ফার্মারের লিখিত চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে যেখানে কন্টাক্ট গ্রোয়ার ফার্মারের উৎপাদিত নিরাপদ পণ্য পোল্ট্রি চেইন শপে বিক্রি করা হবে। এতে করে খামারীরা মাংসের জন্য মুরগীপালনেও আগ্রহী হচ্ছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক নারায়ন চন্দ্র রায়সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

এগ শপ উন্নয়ন

আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় গত তিনমাসে নওগাঁ জেলার ৩টি উপজেলায় মান্দা ১টি, মহাদেবপুরে ২টি ও বদলগাছিতে ১ টি করে মোট ৪টি এগ শপ উন্নয়ন করা হয়েছে। এগ শপগুলোর মালিকদের সাথে ডিম উৎপাদনকারী খামারীদের মৌখিক, ক্ষেত্র বিশেষে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করার বিষয়ে সহযোগীতা প্রদান করা হয় হয়েছে। খামারীরা এখন তাদের উৎপাদিত ডিম ন্যায্য দামে নিকটস্থ দোকানে বিক্রয় করতে পারছে। এতে করে খামারীরা এখন শুধু মাংসের জন্য মুরগী নয় বরং ডিমের জন্য মুরগী পালনেও আগ্রহী হচ্ছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক নারায়ন চন্দ্র রায়সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

ডিএলএস, পোল্ট্রি এসোসিয়েশন ও সংশ্লিষ্ট এক্টরদের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা সম্পন্ন

গত ২৮ ডিসেম্বর "নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের আওতায় আরএমটিপি প্রকল্পের ডিএলএস, পোল্ট্রি এসোসিয়েশন ও সংশ্লিষ্ট এক্টরদের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা নওগাঁ জেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্ত ডাঃ মোঃ আবু তালেব, সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক (এসডিপি) কে এম জি রব্বানী বসুনিয়া, পোল্ট্রি এসোসিয়েশন সদস্য, মার্কেট এক্টরসহ প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ।

সোনালী মুরগীর (১০০) 'এ-গ্রেড'-এর বাচ্চা ক্রয়ে ভর্তুকি/অনুদান

বদলগাছি উপজেলায় ০৩ জন খামারীকে সোনালী মুরগীর (১০০) 'এ-গ্রেড'-এর বাচ্চা ক্রয়ের জন্য জনপ্রতি ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচ শত) করে টাকা মোট ৭,৫০০/- (সাত হাজার পাঁচ শত) টাকা ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়।

চিকেন কুপ মডেল প্রদর্শনী স্থাপন

প্রকল্পের আওতায় গত তিনমাসে মহাদেবপুর উপজেলায় ০১টি, নওগাঁ সদর উপজেলায় ০২টি, পত্নীতলা উপজেলায় ০১ টি ও মান্দা উপজেলায় ০১ টি মোট ০৫টি চিকেন কুপ মডেল প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।

কন্ট্রাক্ট ফার্ম উন্নয়ন

নওগাঁ সদরে ১০ জন খামারীর সাথে কন্ট্রাক্ট করে তাদের ফার্ম উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ সমস্ত খামারীদের প্রত্যেককে খামারের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের জন্য ২০০০/- (দুই হাজার টাকা) করে অনুদান (কিচেন শপ, ফ্রাইড চিকেন শপ, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্টের উন্নয়ন) প্রদান করা হয়।

PRISE প্রকল্প সংবাদ

কারিগরি প্রশিক্ষণ পোষ্টার অবমুক্তকরণ

ব্র্যাক ও ইউনিসেফের সহযোগিতায় ঘাসফুল প্রাইজ প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ ও কর্মস্থলে ঝুঁকি ও নিরাপত্তা সচেতনতায় চারটি ট্রেডের পোষ্টার অবমুক্তকরণ করা হয়েছে। ট্রেডগুলো যথাক্রমেঃ ১. আইটি টেকনিসিয়ান (মহিলা), ২.মোবাইল সার্ভিসিং (মহিলা), ৩.সেলাই প্রশিক্ষণ ড্রেস মেকিং (মহিলা ও পুরুষ) এবং ৪.বিউটি-শিয়ান (মহিলা)। উল্লেখ্য ঘাসফুল সমাজের সুবিধাবঞ্চিত কিশোর-কিশোরী/ যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউনিসেফ-ব্র্যাকের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম নগর ও আনোয়ারা উপজেলায় এই দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষে ঘাসফুল প্রধান কার্যালয় ও ঘাসফুল চজওঝউ কর্মসূচির উদ্যোগে সকাল ৭.৩০টায় চট্টগ্রামের শাহ আমানত সিটি কর্পোরেশন সুপার মার্কেট, আমতল থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এছাড়াও চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও এফএনবি-চট্টগ্রাম আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঘাসফুল সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।

নারায়ণ চন্দ্র রায়
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, আরএমটিপি

মতিউর রহমানের জীবন পরিবর্তনের কাহিনী

মোঃ মতিউর রহমান নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার গণেশপুর ইউনিয়নের চক কন্দরাম (সাতবাড়িয়া মোড়) গ্রামের বাসিন্দা। তার আর্থিক অবস্থা তেমন একটা ভালো ছিলো না। মাসিক আয় ছিলো ১২,০০০.০০ (বার হাজার) টাকা। একদিন পিকেএসএফ'এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন রুরাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফর্মেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)'র কর্মকর্তার সাথে মতিউরের কথা হয়। তিনি আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় মতিউরকে লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) হিসেবে অন্তর্ভুক্তি করেন। এলএসপি হিসেবে কাজ করার কারণে এলাকায় মতিউরের পরিচিতি বেড়ে যায়। এলএসপি হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি আরএমটিপি প্রকল্পের কর্মকর্তা তাকে ভ্যাকসিন হাব করার বিষয়ে উৎসাহ ও পরামর্শ দেন। তিনি কর্মএলাকার সাতবাড়িয়া মোড়ে ভ্যাকসিন হাব হিসেবে একটি ভেটিরিনারী দোকান শুরু করেন। আরএমটিপি প্রকল্প হতে তিনি ভ্যাকসিন হাব উন্নয়নের জন্য ফ্রিজ ক্রয় বাবদ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অনুদান হিসাবে গ্রহণ করেন। বর্তমানে তার মাসিক আয় গড়ে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা।

মতিউরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো এলএসপি ও ভ্যাকসিন হাব সেবার মাধ্যমে কর্মএলাকার সকল পরিবারকে সেবার আওতায় এনে পরিবারগুলোর হাঁস-মুরগির মৃত্যুহার কমে আনা। তার প্রত্যাশা হলো এলাকার প্রতিটি বাড়িতে নিরাপদ হাঁস-মুরগির উৎপাদন বাড়ানো। মতিউর দেখে এলাকার অনেকে এলএসপিরা ভ্যাকসিন হাব করার জন্য অনেকেই উৎসাহিত হচ্ছেন এবং এগিয়ে এসছেন।

মতিউর আশা প্রকাশ করেন ঘাসফুল ভবিষ্যতেও এইভাবে পরার্মশ, সাহায্য - সহযোগিতা করবে। তার জীবন পরিবর্তনের জন্য ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

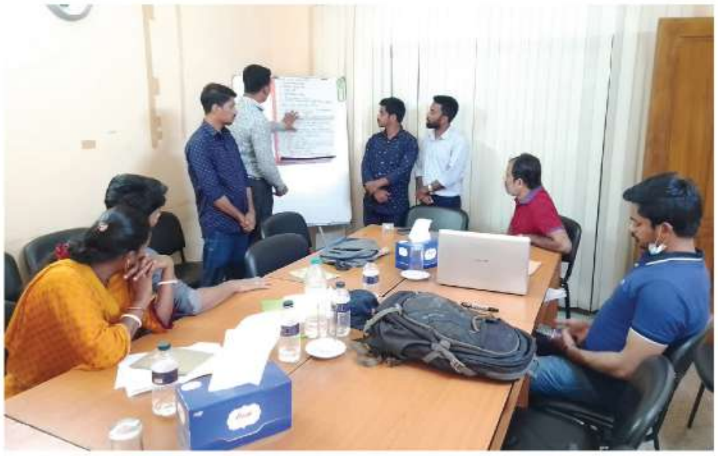

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ আভ্যন্তরীণ ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণগুলোতে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করেন উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী পরিচালক শামসুল হক, খালেদা আক্তার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ নাজিম উদ্দিন, নাজমুল হাসান পাটোয়ারি, রাহেনা বেগম প্রমুখ। বিভিন্ন প্রশিক্ষণে পরিচালক ফরিদুর রহমান, সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমানও উপস্থিত ছিলেন।

এক নজরে সম্পাদিত প্রশিক্ষণসমূহ

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	আয়োজক
Micro Enterprise Management & Financing Strategy	০৮-১২অক্টোবর, ২০২৩	০১	PKSF
Promoting Leadership in Microfinance Institutions	০৮-১০ অক্টোবর২০২৩	০১	CDF
Risk Management	১৫-১৯অক্টোবর২০২৩	০১	PKSF
MRA Training	২৫-২৬অক্টোবর২০২৩	২৫	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
Refreshers Training	২৪-২৫ নভেম্বর ২০২৩	২১	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
Accounting for non-Accounting	০৫-০৯ নভেম্বর ২০২৩	০১	PKSF
Training of Trainers	১৯-২৩ নভেম্বর ২০২৩	০১	PKSF
Training on Housing Finance Program 'ABASON'	২০ নভেম্বর ২০২৩	০১	PKSF
Environmental Management and Capacity Building to cope with climate change Impacts	১০-১৪ ডিসেম্বর ২০২৩	০১	PKSF
Leadership Development Training	১৭-২১ ডিসেম্বর ২০২২	০১	PKSF

বিশ্ব এইডস দিবস ২০২৩
"কমিউনিটির আমন্ত্রণ, এইডস হবে নিয়ন্ত্রণ"

"কমিউনিটির আমন্ত্রণ এইডস হবেনিয়ন্ত্রণ" এই প্রতিপাদ্য নিয়ে চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয় এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের যৌথ উদ্যোগে ১ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে পালিত হয় বিশ্ব এইডস দিবস। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে আন্দরকিল্লা জেনারেল হাসপাতাল থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু হয়ে নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে তা সিভিল সার্জন কার্যালয় এসে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ অংশ গ্রহণ করে।

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন সম্পন্ন

বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পালনের অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে ঘাসফুল গত ১২ ডিসেম্বর স্থায়ী ক্লিনিকসহ তিনটি স্থানে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে। প্রতিটি স্থানে ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। ক্যাম্পেইন এর স্থানগুলো হলো চট্টগ্রাম নগরীর পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল ফিল্ড ক্লিনিক ও আগ্রাবাদস্থ ছোটপুল এবং মুহুরি পাড়া । এসব স্থানে ৬-১১ মাস বয়সী ৬৮৫ জন শিশুকে নীল ক্যাপসুল ও ১২-৫৯ মাস বয়সী ১৬০০ জন শিশুকে লাল ক্যাপসুল সহ মোট ২২৮৫ জন শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ
প্রোগ্রামের নিয়মিত কার্যক্রম

ঘাসফুল কমউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপকারভোগী সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিনমাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
সাধারণ চিকিৎসা সেবা	৫৭৫ জন
টিকাদান কর্মসূচি	৩২৪ জন
পরিবার পরিকল্পনা	৯০৩জন
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৬০৮৯জন
হেলথ কার্ড	৮৯৮টি

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নত চক্ষুসেবায়
ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনিস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায় নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে।

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে নওগাঁ জেলার সাপাহার শাখায় মোট ২টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যাঃ

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
সাপাহার	২	২৪৬	৪৬	২৬
ক্রমপুঞ্জিভূত	২০৩	৩৭,২৭১	৫,২৫৯	৪,৫৩৬

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)	
সমিতির সংখ্যা	৪৩০৫
সদস্য সংখ্যা	৭৭৩৮৫
সঞ্চয় স্থিতি	৮৯৮০৫৪৫৩৬
ঋণ গ্রহীতা	৫৬১৫৯
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	২৭৪৩১৮৭৩৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	২৫২৮৯৩৪৪১৯১
ঋণ স্থিতিরপরিমান	২১৪২৫২৯৫০৯
বকেয়া	১০৫৯৭১৩৬৪
শাখার সংখ্যা	৬০

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

গত তিনমাসে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ৭৫জন সদস্য মৃত্যুবরণ করেন । ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যুদাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ৩৫,৮৩,৯৬২/-(পঁয়ত্রিশ লক্ষ তিরাশি হাজার নয়শত বাষট্টি) টাকা। মৃত সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৮,৯৬,৩৭৩/- (আট লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার তিনশত তিন) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ১,৯৮,০০০/- (এক লক্ষ আটানব্বই হাজার) টাকা।

নওগাঁ জোনে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল নওগাঁ জোনে কর্মরত কর্মকর্তাদের নিয়ে ২৪-২৫ নভেম্বর দুইদিনব্যাপী রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। নওগাঁ জেলার চৌমাশিয়া শাখায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জোনের সহকারী পরিচালক সাঈদুর রহমান, প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন এরিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ আনেয়ার হোসেন, মোহাম্মদ ওসমান ও শরীফ আহম্মদ। প্রশিক্ষণটিতে নওগাঁ জেলার ১৬ টি শাখার ২১ জন সহকারী কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ঘাসফুল কর্মকর্তার চিকিৎসার খোঁজ খবর নিচ্ছেন সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন ঘাসফুল নিয়ামতপুর শাখার ব্যবস্থাপক আবুল কালাম আজাদকে গত ৩ ডিসেম্বর রাজশাহী ইসলামি ব্যাংক হাসপাতালে দেখতে যান সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। তিনি আহত আবুল কালাম আজাদের চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন। এ সময় তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নওগাঁ জোনের এরিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ও ঘাসফুল এসইপি প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার মোঃ কামরুজ্জামান।

শোক সংবাদ!

মাতৃবিয়োগ

আমরা শোকাহত

ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহানা বেগমের মাতা বেগম ফয়জুন্নেছা গত ১৮ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজিউন। মরহুমা বেগম ফয়জুন্নেছা'র মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে মরহুমার পরিবারবর্গ এর প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানান এবং মহান আল্লাহ'র দরবারে তাঁর রূহের মাগফেরাত এবং নাজাত কামনা করেন।

ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত গাড়ীচালক মোঃ আলমগীর হোসেনের মাতা ১০ নভেম্বর ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

আমরা শোকাহত

আমরা শোকাহত

ঘাসফুল বহাদ্দরহাট শাখায় কর্মরত সহকারি কর্মকর্তা ডালিম দে ও অবসরপ্রাপ্ত সাপোর্ট স্টাফ অরুন দে এর মাতা গত ১২ নভেম্বর পরলোকে গমণ করেন। "ওঁগঙ্গাদহেয়ংসর্বগাত্রানি দিব্যান্ লোকান স্ব গচ্ছতু"! তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত এবং বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করেন।

ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের সহকারি পরিচালক মোঃ নাছির উদ্দিনের মাতা ১৪ নভেম্বর ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানান।

আমরা শোকাহত

ক্ষুদ্রঅর্থায়ন বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার... শেষ পৃষ্ঠার পর

দুইদিনব্যাপী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি'ও উপ-পরিচালক প্রদীপ কুমার ঘোষ, সিনিয়র সহকারী পরিচালক সুমন চাকমা। প্রশিক্ষণে পঁচিশজন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন ঘাসফুল'র পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, উপ-পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরীসহ সংস্থার চারজন সহকারী পরিচালক, চারজন এরিয়া ম্যানেজার, ছয়জন শাখা ব্যবস্থাপক ও চারজন শাখা হিসাবরক্ষক। এছাড়াও ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), ব্যবস্থাপক (এমআইএস), ব্যবস্থাপক (অডিট), সহকারী ব্যবস্থাপক (অডিট) ও অর্থ ও হিসাব বিভাগের ডেপুটি ব্যবস্থাপক অংশ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে ২৬ অক্টোবর পঁচিশজন প্রশিক্ষণার্থীকে সনদপত্র প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের শেষ দিবসে প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনূর রশীদের সঞ্চালনায় সনদপত্র বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে ঘাসফুল এর সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী এধরণের সুন্দর আয়োজনের জন্য এমআরএ'র এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আগামীতেও যে কোন উদ্যোগে ঘাসফুলকে সম্পৃক্ত করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। উল্লেখ্য প্রশিক্ষণে এমআরএ আইন ও বিধি, সার্কুলার, গেজেট, সিটিজেন চার্টার, অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, শুদ্ধাচার ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, সম্পদ ক্রয় ও ব্যবস্থাপনা, হিসাবরক্ষণ ও বাজেট, আর্থিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ, এমএফসিবিআই ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সেশন নেয়া হয়।

"শেখ রাসেল দিবস ২৩"... শেষ পৃষ্ঠার পর

সে সময়ে রাসেল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। শহীদ শেখ রাসেল আজ বাংলাদেশের শিশু-কিশোর, তরুণ, শুভবুদ্ধিবোধসম্পন্ন মানুষদের কাছে পরম আদরের নাম। অবহেলিত, পশ্চাৎপদ, অধিকার বঞ্চিত শিশুদের আলোকিত জীবন গড়ার প্রতীক হয়ে গ্রাম-গঞ্জ-শহর তথা বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ জনপদ-লোকালয়ে শেখ রাসেল আজ এক মানবিক সত্তায় পরিণত হয়েছে।

ঘাসফুল এর উদ্যোগে সংস্থার কর্ম-এলাকা ছয়টি জেলার জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতেও ঘাসফুল সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। ঘাসফুল কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানমালায় ছিলো সকালে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ, দুস্থ ও দরিদ্রদের মাঝে খাদ্য বিতরণ, ঘাসফুল পরিচালিত ফরমাল ও নন-ফরমাল স্কুলসমূহের শিশু শিক্ষার্থীদের নিয়ে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, স্বাস্থ্যক্যাম্প, প্রতিটি শাখা ও প্রকল্প অফিসে ড্রপডাউন ব্যানার স্থাপন, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল।

উল্লেখ্য ১৮ অক্টোবর ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক দিয়ে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সংস্থার পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান। এসময় অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপ-পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরীসহ প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। একইদিন চট্টগ্রাম নগরীর পুর্ব মাদারবাড়িস্থ সেবক কলোনীতে অবস্থিত ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রে ৭০ জন দুস্থ ও দরিদ্র শিশুর মাঝে খাদ্য বিতরণ করা হয়। খাদ্য বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আক্তার, কেন্দ্রের শিক্ষিকা শিরিন আকতার, ঘাসফুল কর্মকর্তা আবদুর রহমান প্রমুখ।

শেষের পৃষ্ঠা
• বর্ষ ২০২৩ • সংখ্যা ০৪
• অক্টোবর - ডিসেম্বর

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ২২ বছর

এমআরএ আয়োজিত ঘাসফুল কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে বক্তারা;

ক্ষুদ্রঅর্থায়ন বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার

চট্টগ্রামের চান্দগাঁও আবাসিক এলাকায় উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের প্রধান কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গত ২৫ ও ২৬ অক্টোবর কর্মকর্তাদের দুইদিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) কর্তৃক আয়োজিত "ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক দুইদিনব্যাপী উক্ত প্রশিক্ষণে বক্তারা বলেন, ক্ষুদ্র অর্থায়ন বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। দেশের অসংখ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনাকারী এমএফআই-গুলোর মাধ্যমে। ঘাসফুল এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশান কার্যক্রম দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে নারীর ক্ষমতায়ন, উদ্যোক্তা তৈরী, দক্ষ জনবল ও কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ, গৃহায়ন, পয়ঃনিষ্কাশন ও পানীয় জলের সংস্থান, নিরাপদ কৃষি, নিরাপদ পোল্ট্রি ও পশু সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্য সম্পদেও উন্নয়ন, মার্কেট ভ্যালু-চেইন উন্নয়ন এমন কি সংস্থার কর্ম-এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে প্রশিক্ষণটির শুভ উদ্বোধন করেন এমআরএ'র এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান মোঃ ফসিউল্লাহ্ মহোদয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি'র নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ মাজেদুল হক, পরিচালক নুরে আলম মেহেদী, উপ-পরিচালক জিনাত আমান বন্যা এবং ঘাসফুল এর সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী।

◢ বাকী অংশ ২১তম পৃষ্ঠায়

ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। দেশের অসংখ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনাকারী এমএফআই-গুলোর মাধ্যমে। ঘাসফুল এর ক্ষুদ্রঅর্থায়ন ও ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশান কার্যক্রম দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে নারীর ক্ষমতায়ন, উদ্যোক্তা তৈরী, দক্ষ জনবল, কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ, গৃহায়ন, পয়ঃনিষ্কাশন ও পানীয় জলের সংস্থান, নিরাপদ কৃষি, নিরাপদ পোল্ট্রি ও পশু সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, মার্কেট ভ্যালু-চেইন উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

নানা কর্মসূচিতে ঘাসফুল এর উদ্যোগে পালিত হলো

"শেখ রাসেল দিবস ২৩"

"শেখ রাসেল দীপ্তিময়, নির্ভীক নির্মল দুর্জয়" প্রতিপাদ্যে ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কার্যালয়সহ চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত সকল শাখা ও প্রকল্প কার্যালয়ে পালিত হয় "শেখ রাসেল দিবস ২০২৩"। গত ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে ঘাসফুল এর উদ্যোগে বাংলাদেশের ছয়টি জেলায় অবস্থিত সকল শাখা ও প্রকল্প কার্যালয়ের আশিজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে অনলাইনে এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের পরিচালক(অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখেন ঢাকা থেকে সংযুক্ত সংস্থার উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, নওগাঁ থেকে সহকারি পরিচালক সাঈদুর রহমান খান, চট্টগ্রাম থেকে মোহাম্মদ শামসুল হক, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সৈয়দ মামুনুর রশীদ, পটিয়া থেকে শাখা ব্যবস্থাপক শাপলা দাশ।

উপদেষ্টা মন্ডলী
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
ডেইজী মউদুদ
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মো: ফরিদুর রহমান
সাদিয়া রহমান
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

বক্তারা বলেন, আমাদের এমন এক পৃথিবী গড়ে তোলা প্রয়োজন যেখানে শিশু রাসেলের মতো আর যেন একটা শিশুও এধরণের নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার না হয়। বক্তারা শহীদ শেখ রাসেলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকচক্রের নির্মম বুলেটের হাত থেকে রক্ষা পাননি বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল।

এমন একটা পৃথিবী চাই যেখানে শেখ রাসেলের মতো আর কোন শিশু যেন অকালে ঝরে না যায়;

◢ বাকী অংশ ২১তম পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রকাশনা : ঘাসফুল, বাড়ি # ৬২, রোড # ০৩, ব্লক # বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম- ৪২১২, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ২৮৬৮৭৬৮, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯
মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫, ইমেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ghashfulheadoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org